JAN 001

সার্কভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা বাড়াতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক ঃ স্থবিরতায় আক্রান্ত সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশনের (সার্ক) কর্মকাণ্ড নতুন করে বেগবান করতে ৭ দেশের সুশীল সমাজ উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)সহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ (স্যাসেপস) গঠন করা হয়েছে।

গত রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে এ নয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া।

মহাখালী ব্র্যাক সেন্টারে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে 'এজেন্ডা ফর সাউথ এশিয়ান কো-অপারেশন' শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সংলাপে বক্তারা সার্ক কাঠামোর আওতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্তারা সার্কভুক্ত দেশগুলোতে মুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব করে বলেন, তাহলে এ অঞ্চলে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক বাণিজ্যও বহুগুণে বাড়বে।

দিনব্যাপী আয়োজিত সংলাপের পৃথক পৃথক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সংলাপের শুরুতে সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান 'স্যাসেপস'-এর কার্যাবলি তুলে ধরেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান এম মোকাম্মেল হক, স্যাসেপস-এর চেয়ারম্যান ভারতের জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অর্জুন সেনগুপ্ত, পাকিস্তানের সৈয়দ বাবর আলী, পাকিস্তানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক সারওয়ার মোশতাক। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মুচকুন্দ দুবে, শ্রীলংকার ড. সামান কেলেগামা, বিএনপির উপদেষ্টা ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এম এম রেজাউল করিম, এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংলাপে দেশের বিভিন্ন সুধীজনের মধ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, সাবেক এম সি সি আই সভাপতি লায়লা রহমান কবির, শিক্ষা সচিব আল আমীন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে উদ্যোক্তারা বলেন, বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ক বিভিন্ন জোটের কাজও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে সার্কের কার্যক্রম বেশ হতাশাজনক। এজন্য সার্ককে আরো গতিশীল করতে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, এর প্রথম কার্যালয় ঢাকাতেই সিপিডিতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের ড. অর্জুন সেনগুপ্ত এবং নির্বাহী পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান দায়িত্ব পালন করবেন। এর পাশাপাশি ৫টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার উদ্যোক্তারা পৃথকভাবে পলিসি পেপার তৈরি করবে এবং এর ভিত্তিতে আগামীতে প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

সংলাপের উদ্বোধনী অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী শাহ এ. এম. এস কিবরিয়া সার্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক জোটগুলো সাফল্যের সাথে স্ব-স্ব অঞ্চলের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, আঞ্চলিক জোট কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বড় দেশগুলোর ভূমিকা বেশি দেখা যায়। অন্যান্য আঞ্চলিক জোটের ক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে। তিনি সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্ট্যাডিজ সার্ককে গতিশীল করে তুলতে সফল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, মুক্ত বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আগে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। মুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে তোলা হলে তাতে দরিদ্র দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য বড় দেশগুলোকে দরিদ্র দেশকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা শুল্ক ও অশুল্ক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে এসব বাধা দূর করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্জুন সেনগুপ্ত বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো বাড়াতে এসব দেশের সরকারকে আরো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানো সম্ভব নয়। মুচকুন্দ দুবে বলেন, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলা হলে ছোট দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্য একটা তহবিল গঠন করা যেতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে এমন তহবিল গঠন করা হয়েছিল। সেই তহবিলের বড় অংশ বৃহৎ দেশগুলো যোগান দিয়েছিল। সার্কের ক্ষেত্রেও এ তহবিল গঠন করা হলে ভারতকে বেশি অর্থের যোগান দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এম. এম রেজাউল করিম বলেন, আসিয়ান ও ইইউ-এর ক্ষেত্রে জোটের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল গঠন করা হয়েছিল। বড় দেশগুলো তহবিলে বেশি অর্থের যোগান দিয়েছিল।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পুঁজি কম। এমনকি ভারতেরও পুঁজি কম রয়েছে।